গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮২.২০১৮-২৮০ তারিখঃ ২৪.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, জনাবা নীপা চৌধুরী, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা গত ০৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি অনুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৫.০২.২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮২.২০১৮-৮১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে অভিযুক্ত নিপা চৌধুরী, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা উপস্থিত হয়ে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য হাজিরা দিয়েছেন। তার বক্তব্যে তিনি বলেন যে, এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট বোর্ডে ২০০৩ সনে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাসী বিভাগ B-Pharm & Master of Pharmacy degree লাভ করেন। ২০১৩ সনের ২৬ জুন তারিখ তিনি ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যোগদান করেন। চাকরিতে যোগদানের পর সে কখনও অননুমোদিত অনুপস্থিত ছিলেন না। ০৯/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। ২৬/০৮/২০১৮ তারিখ অফিসে উপস্থিত হয়ে তিনি তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চান ও ছুটির দরখাস্ত করেন। আগষ্ট ২০১৮ মাসে তিনি ৮ দিন আসগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি জানুয়ারী ২০১৯ মাসের ২০ তারিখ মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের বরাবরে যোগদানপত্র দাখিল করেন। যোগদানপত্রের অনুলিপি দাখিল করেছেন।

অভিযুক্ত নিপা চৌধুরী আরও বলেন যে, দাম্পত্য কলহের কারনে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। সে তার হলফনামা দাখিল করেছেন। সরকার পক্ষে মামলা উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা ডঃ খোন্দকার ছগীর আহমেদ, পরিচালক (চঃদাঃ), ঔষধ প্রশাসন বলেন যে, অভিযুক্তের বক্তব্য সঠিক বলে তিনি জানেন। তিনি আরও বলেন যে, অভিযুক্ত নিপা চৌধুরী শারীরিক, মানসিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কারনে অত্যন্ত চাপের মধ্যে ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, অভিযুক্ত নীপা চৌধুরী দাপ্তরিক কাজের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক এবং কর্মস্থল থেকে তার অনুপস্থিতি সম্পূর্ণরুপে অনিচ্ছাকৃত। তিনি আরও বলেন যে, ২০ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখ যোগদানের পর অভিযুক্ত নিয়মিত অফিসে আসেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তের কর্মস্থল থেকে অনুপস্থিতি সম্পূর্ণরুপে অনিচ্ছাকৃত ছিল। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তার বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে, তার ভাইয়েরা তাকে কোনরুপ সহযোগীতা করছেন না। সে ২১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখ কাজে যোগদান করেছেন। ২৬/০৮/২০১৮ তারিখ অফিসে উপস্থিত হয়ে তিনি অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চান ও ছুটির দরখাস্ত দাখিল করেন।

অভিযুক্তের অননুমোদিত অনুপস্থিতি সম্পূর্ণরুপে অনিচ্ছাকৃত ও তার শারীরিক, মানসিক অসুস্থতাও পারিপার্শ্বিক কারনে সে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে প্রতীয়মান হয়।

সরকারী পক্ষে মামলা উপস্থাপনকারী অভিযুক্তের বক্তব্য সমর্থন করেন এবং বলেন যে, অভিযুক্ত অত্যন্ত মেধাবী এবং তার কাজ কর্ম সন্তোষজনক।

এমতাবস্থায়, যেহেতু ২৬/০৮/২০১৮ তারিখ কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ও ছুটির আবেদন দিয়েছেন, সেহেতু ৯/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ২৬/০৮/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তার অনুকূলে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যায়। ২৭/০৮/২০১৮ তারিখ থেকে ২০/০১/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যায় এবং ২০/০১/২০১৯ তারিখ থেকে যেহেতু তিনি কাজে যোগদান করেছেন তাই ২০/০১/২০১৯ তারিখ থেকে সে পূর্ণ বেতন প্রাপ্য হবে। মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। অভিযুক্তকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।

সেহেতু, জনাবা নীপা চৌধুরী, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকার কারন দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময় ০৯/০৭/২০১৮ তারিখ হতে ২৬/০৮/২০১৮ পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে এবং ২৭/০৮/২০১৮ তারিখ হতে ১৯/০১/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তার ২০/০১/২০১৯ তারিখ হতে কর্মস্থলে যোগদান কার্যকর হবে এবং পূর্ণ বেতন প্রাপ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৯-২৮৬/১(৭)

তারিখঃ ২৪.০৬..২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা। (আদেশটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে অত্র অফিসকে অবহিত করবে)।

২। যুগ্মসচিব (ঔষধ প্রশাসন-১ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। পরিচালক (প্রশাসন),ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৭। জনাবা নীপা চৌধুরী, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-সাউধেরশ্রী, ডাকঘর- কাদিরগঞ্জ, উপজেলা- শাল্লা, জেলা- সুনামগঞ্জ)।

২৪/৬/১৯

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৯- ২১১ তারিখঃ ২৪.০৬.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মোঃ আল-আমিন মিয়াজী (১৩২৩২২), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরা গত ০২/০৮/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১০/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ মাস ২৯ দিন অনুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৫.০২.২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৯-৮৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

ডাঃ মোঃ আল-আমিন মিয়াজী (১৩২৩২২) অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আল-আমিন মিয়াজী (১৩২৩২২), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরার কারন দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময়কে গত ০২/০৮/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১০/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ মাস ২৯ দিন পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৪/০৬/২০১৯
(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৯- ২১১/১(১০) তারিখঃ ২৪.০৬.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। উপসচিব (পার-৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরা।
৭। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাগুরা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৯। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। ডাঃ মোঃ আল-আমিন মিয়াজী (১৩২৩২২), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরা (স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম- মালিকহিল বাকিনগর, উপজেলা- দাউদকান্দি, জেলা- কুমিল্লা)।

২৪/৬/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৯-২৭২ তারিখঃ ২৮.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ শামীম আরা বেগম (৪৩৪৩৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নন্দীগ্রাম, বগুড়া গত ০৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৫.০২.২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৯-৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

ডাঃ শামীম আরা বেগম (৪৩৪৩৫) অসুস্থতাসহ পারিবারিক বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ শামীম আরা বেগম (৪৩৪৩৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নন্দীগ্রাম, বগুড়ার কারন দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময়কে ০৪/১০/২০১৮ হতে ২৪/১১/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৯-২৭২(১১) তারিখঃ ২৮.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। উপসচিব (পার-৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। সিভিল সার্জন,বগুড়া।
৭। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।
৮। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা,নন্দীগ্রাম, বগুড়া।
৯। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যন মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১০। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১১। ডাঃ শামীম আরা বেগম (৪৩৪৩৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নন্দীগ্রাম, বগুড়া। (স্থায়ী ঠিকানাঃ ১২১০, পূর্ব নাসিরাবাদ, থানাঃ পাঁচলাইশ, ডাকঘর- মেডিকেল, জেলা- চট্টগ্রাম)

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

E:\momin\Order-2018\Realease from Charge doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৩.২০১৯-২৯৩ তারিখ- ২৫.০৬.২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ নাঈমা নুসরাত জাবীন (১৩১২৯২), ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ নাঈমা নুসরাত জাবীন (১৩১২৯২), ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী গত ০১/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৫/০১/২০১৯ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৫/৬/১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ নাঈমা নুসরাত জাবীন (১৩১২৯২)
ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার,
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ এপিএইচ-এ২, এইচ/এন-১১৬২, আর/এন-৩০/এ, মাইজদী, নোয়াখালী)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৪.২০১৯-২৯৩/১(৭) তারিখ- ২৫-০৬ .২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৪। সিভিল সার্জন, নোয়াখালী (নোটিসটি যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৫। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী।(নোটিসটি যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৭। অফিস কপি।

২৫/৬/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ নাঈমা নুসরাত জাবীন (১৩১২৯২), ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী গত ০১/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৫/০১/২০১৯ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৫/১/১৯

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১৮.২০১৯-২৮৪ তারিখ- ২৪.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জনাব দুলাল চন্দ্র সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি), ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব দুলাল চন্দ্র সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি), ময়মনসিংহ আপনার তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট, ফুলপুর ও মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংস্কার ও মেরামত কাজে অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ সম্পাদন করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছেন ও আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করে দায়িত্ব অবহেলা করেছেন মর্মে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মোশতাক হোসেন, এনডিসি এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশে তা প্রতিফলিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে যেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৪/৩/১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

জনাব দুলাল চন্দ্র সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলী
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)
ময়মনসিংহ।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা- অনন্ত মোহন সরকার, গ্রাম- গাড়াগ্রাম, পোঃ রংপুর মাগুরা, উপজেলা-কিশোরগঞ্জ, জেলা- নীলফামারী)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১৮.২০১৯-২৮৪(১৫) তারিখ- ২৪.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, ১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি), ময়মনসিংহ।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৪। সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৪/৩/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি জনাব দুলাল চন্দ্র সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি), ময়মনসিংহ আপনার তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট, ফুলপুর ও মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংস্কার ও মেরামত কাজে অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ সম্পাদন করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছেন ও আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করে দায়িত্ব অবহেলা করেছেন মর্মে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মোশতাক হোসেন, এনডিসি এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৪.২০১৮-২৮৫ তারিখ- ২৪-০৩.২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জনাব তাহমিদ জামিল, ঔষধ পরিদর্শক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর (সাবেক ভারপ্রাপ্ত ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, শেরপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি জনাব তাহমিদ জামিল, ঔষধ পরিদর্শক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর (সাবেক ভারপ্রাপ্ত ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, শেরপুর) (ক) ফার্মেসী পরিদর্শন, বিনা লাইসেন্সধারী ফার্মেসীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটরিং কার্যাদি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, (খ) দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার জন্য এ সুযোগে এলাকার অসাধু ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক ফুড সাপ্লিমেন্ট/অবৈধ ঔষধ ক্রয়/বিক্রয়ের সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন, (গ) প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ না করে আপনি স্বেচ্ছাচারিতা ও অদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, যা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী আচরণ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং (ঘ) প্রযোজ্য শর্তাবলী ব্যতিত অস্তিত্ববিহীন ফার্মেসীর অনুকূলে (মেডিসিন শপ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান করে আপনি অনৈতিক কাজ করার অভিযোগ রয়েছে;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

জনাব তাহমিদ জামিল
ঔষধ পরিদর্শক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর
(সাবেক ভারপ্রাপ্ত ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক
ঔষধ প্রশাসন, শেরপুর)
স্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা নং-১১১/এ, ফ্ল্যাট-৩ এ, রোড নং-লেক ড্রাইভ, সেক্টর নং-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৪.২০১৮-২৮৫/১(৪) তারিখ- ২৪-০৩.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা। (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক (প্রশাসন),ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা। (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৪। অফিস কপি।

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি জনাব তাহমিদ জামিল, ঔষধ পরিদর্শক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর (সাবেক ভারপ্রাপ্ত ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, শেরপুর) (ক) ফার্মেসী পরিদর্শন, বিনা লাইসেন্সধারী ফার্মেসীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটরিং কার্যাদি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, (খ) দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার জন্য এ সুযোগে এলাকার অসাধু ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক ফুড সাপ্লিমেন্ট/অবৈধ ঔষধ ক্রয়/বিক্রয়ের সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন, (গ) প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ না করে আপনি স্বেচ্ছাচারিতা ও অদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, যা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী আচরণ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং (ঘ) প্রযোজ্য শর্তাবলী ব্যতিত অস্তিত্ববিহীন ফার্মেসীর অনুকূলে (মেডিসিন শপ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান করে আপনি অনৈতিক কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৩.২০১৯-২৩৬ তারিখ- ২৪.০৩ .২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ তামান্না আফতাব সোলাইমান (১১২১৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দেবীদ্বার, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ তামান্না আফতাব সোলাইমান (১১২১৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দেবীদ্বার, কুমিল্লা গত ০২.০৭.২০১৫ হতে ২৫.১০.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৩ (তিন) মাস ২৬ (ছাব্বিশ) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৪/৩/১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ তামান্না আফতাব সোলাইমান (১১২১৬৮)
জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৩.২০১৯-২৩৬/১(৭) তারিখ- ২৪.০৩ .২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৪। সিভিল সার্জন, কুমিল্লা।(নোটিসটি যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা। (নোটিসটি যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৭। অফিস কপি।

২৪/৩/১৯
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ তামান্না আফতাব সোলাইমান (১১২১৬৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দেবীদ্বার, কুমিল্লা গত ০২.০৭.২০১৫ হতে ২৫.১০.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৩ (তিন) মাস ২৬ (ছাব্বিশ) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব